তারিখ 16 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৩

মো. রবিউল ইসলাম ▷

# উচ্চশিক্ষা ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রছাত্রীরা যখন পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রলুব্ধ করা সব চাকরি উপেক্ষা করে তখন শিক্ষক হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে তার ন্যায্য সম্মান আশা করাটাই স্বাভাবিক। সম্মানের কিছু নিজস্ব উপকরণ থাকে। সম্মানের একটা অর্থ অসম্মানিত না হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপযুক্ত সম্মানটুকু থেকেও অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করছে, যা রাষ্ট্রীয় বেতন কাঠামো ও ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়

বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বমানের শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা একটি রাষ্ট্রের প্রায় সবারই স্বাভাবিক চাওয়া। কিন্তু চাইলেই আপনি সর্বস্তরের শিক্ষা অর্জন করবেন, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করতে পারে না। শিক্ষার উদারীকরণ ও অতিসম্প্রসারণ রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এর বর্তমান কার্যক্রমকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে।

রাষ্ট্রের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করছে, যার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ জিপিএ ৫ নিয়ে বের হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় হঠাৎ এই পরিবর্তনের ফলে বোধ হয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেশ বিপাকে আছেন। অন্যদিকে সরকার এ ধরনের অভূতপূর্ব অর্জনে গর্বিত, অভিভাবকরা আপ্লুতিত। আমি বিশ্বাস করি, অনেক শিক্ষার্থী তাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে আশানুরূপ ভালো ফল অর্জন করে তাদের মেধার ও অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর রাখছে। এত সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে গিয়ে রাষ্ট্রও এক দারুণ চাপে ভুগতে থাকে। এই চাপ থেকেই উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে নতুন নতুন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। এই প্রক্রিয়ার নগদ লাভ হিসেবে ওই সব শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়তে পারার কারণে বিষণ্নতা রোগে ভোগা থেকে মুক্তিলাভ করে; আর সরকার জেলা পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বিশ্বায়নের যুগে কিছু সূচক ছোঁয়ার অভিলাষ আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে না। যেখানে বাংলাদেশের বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের কাছ থেকে গবেষণা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অন্য সুযোগ-সুবিধার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ পায় না, যেখানে রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা আন্তর্জাতিক দাতা সংগঠনের মুখপাত্রদের মতো একদিকে বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় বাড়াতে হবে; অন্যদিকে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় বরাদ্দও যে আনুপাতিক হারে সংকুচিত হচ্ছে, সেখানে এত বেশি নতুন নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন নেই। যে কেউ তা অনুমান করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু চারিত্রিক স্বকীয়তা থাকবে, অন্যান্য কমিউনিটি কলেজ থেকে। শিক্ষকদের মান, তাঁদের নিয়োগপ্রক্রিয়া, গবেষণার সুযোগ, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আরো কিছু সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝতে সাহায্য করে যে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে বনেদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চরিত্র ধরে রাখার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, সেখানে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে এমন আশা করা যায় না। সেখানে নিশ্চয়তা আছে শুধু শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-বোনাসে। বহুজাতিক কম্পানিগুলো তাদের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কারণে অনেক মেধাবীই এখন প্রাইভেট কম্পানিতে চাকরি নিচ্ছে। ফলে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই এখন অনেক সময় যোগ্য শিক্ষক খুঁজে পায় না। অবকাঠামোহীন, গুটিকয়েক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত নব্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এই সুযোগে সেখানে রাজনৈতিক বিবেচনা ও দুর্নীতির বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ঢুকে পড়বে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। নিয়োগের নিয়ামক হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্যের রাজনৈতিক মদদপুষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দৌরাত্ম্যের গল্প শোনা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যার সিন্ডিকেট আর স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি এক জিনিস নয়। যোগ্য ব্যক্তিদের পরিবর্তে যখন নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে তথাকথিত 'শিক্ষাবিদ'দের দেখি তখন ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উন্নয়ন কাল্পনিক মনে হয়। জায়গা বরাদ্দ দিয়ে, কিছু ভবন নির্মাণ করে পার্লামেন্ট থেকে পাস করে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায় সারা হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়তো চলবে দিবা-রাত্রির পালাক্রমের মতো। প্রকৃত প্রাপ্তির খাতায় থাকবে বড় একটা শূন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রছাত্রীরা যখন পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রলুব্ধ করা সব চাকরি উপেক্ষা করে তখন শিক্ষক হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে তার ন্যায্য সম্মান আশা করাটাই স্বাভাবিক। সম্মানের কিছু নিজস্ব উপকরণ থাকে। সম্মানের একটা অর্থ অসম্মানিত না হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপযুক্ত সম্মানটুকু থেকেও অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করছে, যা রাষ্ট্রীয় বেতন কাঠামো ও ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়। সংখ্যা পূরণের জন্য যেনতেনভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ফলে অনেকেই আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের একজন বলে আগের মতো গর্ব বোধ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে শুধু নিজের না, বরং একজন শিক্ষক তাঁর সহকর্মীদের যোগ্যতা ও সাফল্যে গর্ব বোধ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যূনতম মান অপ্রয়োজনীয়ভাবে নির্মিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনুপস্থিত। তবু সেখানে শুধু নিয়োগের এক মহা-আয়োজন চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদন বা বরাদ্দকে তোয়াক্কা না করেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মর্যাদা ও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা কিছুটা হলেও বিশেষ। এই বিশেষত্ব নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে সরকারেরই। সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষতি প্রতিরোধ করার দায়িত্ব ইউজিসির।

বর্তমান সরকারের যথেষ্ট অর্জন রয়েছে এবং এর বেশ কিছুটা শিক্ষাক্ষেত্রেও। যেমন মেয়ে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, উচ্চ মাধ্যমিকে বৃত্তি, বছরের শুরুর দিনটায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে বিনা মূল্যে নতুন বই বিতরণ এবং অসংখ্য স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ ইত্যাদি। কিন্তু গুণগত শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে সরকারের অনেক কিছু করা বাকি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর শিক্ষার মান উন্নত করতে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিতে হবে। আর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য আরো মৌলিক নীতিমালা সরকারকে প্রণয়ন করতে হবে।

লেখক : শিক্ষক, আইন ও বিচার বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়